**বিএমএ বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ২৮ ফাল্গুন ১৪১৭, ১২ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

বিএমএ'র সদস্য চিকিৎসকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

          আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন আয়োজিত ১৯তম বাংলাদেশ মেডিকেল সম্মেলন ও বিশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা ২০১১ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান স্বাধীনতার এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা।

স্মরণ করছি শহীদ অধ্যাপক আলীম চৌধুরী, অধ্যাপক ফজলে রাব্বী, অধ্যাপক শামসুদ্দিন মাহমুদসহ সকল শহীদ চিকিৎসককে। আমি স্মরণ করছি তৎকালীন বিএমএ নেতা ডা. মিলনকে, যাঁর আত্মদান নব্বইয়ের আন্দোলনে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্ন ছিল জনগণের মৌলিক চাহিদা হিসেবে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করা। তাই বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও শিক্ষার পাশাপাশি চিকিৎসাকেও জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদেও আছে, ‘‘জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন...''।

স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধু যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য আমেরিকার প্রখ্যাত অর্থপেডিক সার্জন ডক্টর আর জে গার্টসকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে ডক্টর গার্টস সস্ত্রীক বাংলাদেশে আসেন। তিনি ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেটসহ সারাদেশে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা প্রদান করেন।

পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু ডক্টর গার্টসকে বাংলাদেশে একটি হাসপাতাল নির্মাণের অনুরোধ করেন এবং জমি দেন। ডক্টর গার্টসের তত্ত্বাবধানে রিহেবিলিটেশন ইসস্টিটিউট এন্ড হসপিটাল ফর ডিজেবল্ড (RIHD) বা পঙ্গু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০০ সালে সরকারের দায়িত্ব পালনকালে আমি ডক্টর গার্টসকে বাংলাদেশের জাতীয়তা প্রদান করেছিলাম। উনি আজ বেঁচে নেই। আমি তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

 যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য বঙ্গবন্ধু দেশের প্রতিটি থানায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেন। চিকিৎসকদের পদমর্যাদা প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। বিএমএ'র নতুন সংবিধানও ১৯৭৩ সালে প্রণীত হয়।

দেশ যখন উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকরা জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যা করে। স্তব্ধ করে দেওয়া হয় দেশের অগ্রযাত্রাকে। দেশের শাসন ক্ষমতায় বসে অগণতান্ত্রিক শক্তি।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করি। আমরা সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ৭ হাজার শয্যা বৃদ্ধি করি। গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের উদ্যোগ নেই। তারমধ্যে ৬ হাজার ক্লিনিক চালু করা হয়েছিল।

তখন চার হাজার নবীন চিকিৎসক চাকুরী পায়। দুই হাজার এর অধিক চিকিৎসক পদোন্নতি ও উচ্চতর স্কেল পায়। আমরা চিকিৎসা যন্ত্রপাতির উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করি। ফলে বেসরকারি খাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

২০০১ সালের বিএনপি সরকার প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে আমাদের নির্মাণ করা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। তাদের সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট ও অনিয়মের কারণে স্বাস্থ্য খাত ভেঙ্গে পড়ে।

এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা আবার স্বাস্থ্যখাতকে ঢেলে সাজানো শুরু করেছি। ইতোমধ্যে ১১ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু হয়েছে। জনগণ এর সুফল ভোগ করছে।

ইতোমধ্যেই ৩৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ত্রিশ হাজারের বেশি নারী এই ভাউচারের আওতায় সুবিধা পেয়েছেন। জেলা হাসপাতালগুলোতে ৮৭৫টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে হৃদরোগ চিকিৎসা প্রসারের জন্য করোনারি কেয়ার ইউনিট স্থাপন ও হার্ট সার্জারির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র পর্যায়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ এবং জেলা হাসপাতাল পর্যন্ত ওয়েব ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ‘‘মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবা'' প্রদান করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা স্বাস্থ্যখাতে জনবল বৃদ্ধি এবং শূন্যপদ পূরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে ৪ হাজার ৩৩১ জন চিকিৎসক; ১ হাজার ৭৪৭ জন নার্স এবং ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শীঘ্রই আরও ১৪ হাজার স্বাস্থ্য সহকারি এবং পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হবে।

বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩২ হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া স্বাস্থ্য খাতে প্রথম শ্রেণীর ১ হাজার ৪২০টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৬২টি, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ১ হাজার ১৮২টি নুতন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্রায় তিন হাজার চিকিৎসককে পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্যাডারের সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও পদোন্নতি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্যাডারের একাডেমিক পদে পদোন্নতি পদ্ধতি সহজ করা হচ্ছে।

নার্সিং-এর মান বৃদ্ধিতে নার্সদের চাকুরি তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৩টি নতুন নার্সিং স্কুল এবং বিএসসি নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। মেডিকিল টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন্ধ টেকনোলজি স্কুলগুলো চালু করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

বিগত দুই বছরে সরকারি পর্যায়ে যশোরে একটি নতুন মেডিকেল কলেজ চালু করা হয়েছে। কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জ ও রাঙামাটিতে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুলনা ও গোপালগঞ্জে দুইটি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।

বেসরকারি পর্যায়ে তিনটি নতুন মেডিকেল কলেজ, একটি ডেন্টাল কলেজ, তিনটি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এবং ৪০টির বেশি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল ও ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সাভারে শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা হচ্ছে।

হাসপাতালগুলোতে ইমার্জেন্সি সেবার মান বাড়ানো হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতালগুলোতে ইউরোলজি বিভাগ খোলা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম মান নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন হাসপাতালে ২২৩টি নতুন অ্যাম্বুলেন্স বিতরণ করা হয়েছে। প্রথমবারের মত ১০টি নৌ-অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট চালু করা হয়েছে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে গবেষণা জোরদার করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ জন্য ৪৮৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য আমি সবাইকে আহবান জানাই। সরকার এ ব্যাপারে সব ধরণের সহায়তা দেবে। আমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিগুলোকে গবেষণা কাজে সহায়তা দানে এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছি।

মৌলিক গবেষণার পাশাপাশি প্রায়োগিক গবেষণাও করতে হবে। যাতে রোগীরা কম খরচে চিকিৎসা পেতে পারে।

রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ যাতে না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে। কম্যুনিটি মেডিসিনের প্রতি আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। চিকিৎসকের মধ্যে গ্রামে থেকে সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমরা প্রতিবন্ধী ডে-কেয়ার সেন্টার এবং প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স স্থাপন করার উদ্যোগ নিয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর নিউরো ডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন চালু করা হয়েছে। আমার কন্যা শিশু মনোবিশেষজ্ঞ সায়মা ওয়াজেদ পুতুল দেশের প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে। মা-বাবার পাশাপাশি চিকিৎসকরাও একটু যত্নবান হলে অনেক শিশুই অটিজম থেকে মুক্তি পেতে পারে।

অপুষ্টি সমস্যার সমাধানে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন নিশ্চিত করতে ঔষধ প্রশাসনের সাংগঠনিক উন্নয়ন করা হয়েছে। ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আমাদের ঔষধ শিল্প একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় খাত। দেশে প্রয়োজনীয় ঔষধের শতকরা ৯৭ ভাগ দেশীয় উৎপাদন থেকে মেটানো হচ্ছে। প্রায় ৮০টি দেশে আমাদের ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। ৪ কোটি ডলারের বেশি রপ্তানি হয়েছে।

কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি দেশে প্রথমবারের মত ভ্যাকসিন উৎপাদন করতে যাচ্ছে। এ উৎপাদনকে ভ্যাটমুক্ত রাখা হয়েছে। ভ্যাকসিন টেস্টিং এর জন্য ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণীত হয়েছে। নতুন জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন চূডান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসা জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকের স্বল্পতা আছে। অচিরেই তা সমাধান করা হবে।

সুধিবৃন্দ,

স্বাস্থ্যসেবাকে অধিক কার্যকর ও টেকসই করার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষা ও সামাজিক খাতগুলোর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার জন্য একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি।

আমরা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। বাংলাদেশের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সাফল্য এখন বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। শিশু মৃত্যু হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ এমডিজি-৪ পুরস্কার লাভ করেছে। এমডিজি-৫ অর্জনেও আমরা বেশ এগিয়ে যাচ্ছি। মাতৃমৃত্যুর অনুপাত এখন এক লাখে ১৯৪ জন।

চিকিৎসকবৃন্দ,

বাঙ্গালি জাতির ইতিহাসে আপনাদের অনন্য ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন আমাদের দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। অতীতে এই সংগঠন সাফল্যজনকভাবে চিকিৎসকদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধসহ সকল সংগ্রামে আপনারা জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে লড়াই করেছেন। আমি আশা করি আপনারা এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন।

চিকিৎসা একটি মহৎ পেশা। আপনাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। সর্বোচ্চ পেশাগত নিষ্ঠা ও দক্ষতার মাধ্যমেই কেবল সে প্রত্যাশা পূরণ সম্ভব। আপনারা আজ এ পর্যায়ে এসেছেন এতে সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করেছে এ দেশের জনগণ। তাই জনগণকে সেবা দেওয়াই আপনাদের প্রধান ব্রত হওয়া উচিত।

আপনাদের সকলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। ২০২১ সালে আমরা যখন স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করব তখন বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত রাষ্ট্র। এভাবেই আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

এই বার্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে আপনাদের সাংগঠনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবিনিময় সফল হোক। এ আশা ব্যক্ত করে আমি এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

.....